অক্ষর

বি এল এল এস

Bangla Language and Literary Society Singapore

বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারারি সোসাইটি (সিঙ্গাপুর)

সূচিপত্রঃ

প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০২১

সম্পাদক সমীর চন্দ্র দাস

সম্পাদনামণ্ডলী শবনম আকতার স্বাতী
আফরোজা খান আহমেদ
দেবযানী চৌধুরী

প্রচ্ছদ শিল্পী মামুন হোসাইন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার বিএলএলএস ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ২০১৯-২০২০
বিএলএলএস ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ২০২০-২০২১
স্কুলের উপাধ্যক্ষগণ, শিক্ষিকাবৃন্দ, অভিভাবকমণ্ডলী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ

সর্বস্বত্ব বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারারি সোসাইটি (সিঙ্গাপুর)

এই পৃষ্ঠাটি ভাষা সৈনিকদের মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে –

Bangla Language and Literary
Society Singapore

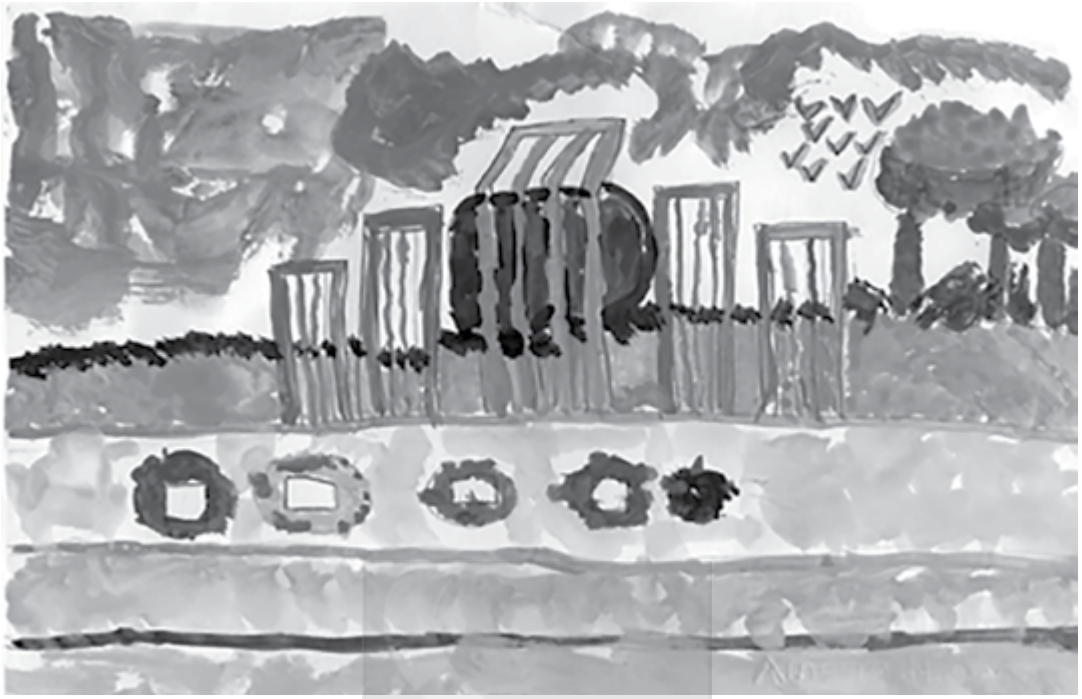

ছবি : আমিরা

ছবি : সৈয়দা জাকিয়া বারী

সূচিপত্রঃ

সূচিপত্রঃ

সম্পাদকীয় ০৭

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

শহীদ মিনারে একদিন/ আয়ুষ মজুমদার ০৯
আমার দাদানের বাগান/ অবন্তিকা ব্যানার্জ্জী ০৯
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি/ তুলতুল সূত্রধর ১০
বাংলা আমার মাতৃভাষা/ ময়ূখ সেন দাস ১১
আমাদের কাছে ২১শে ফেব্রুয়ারি/ মেহরাব রহমান ১২
২১শে ফেব্রুয়ারির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/ বিদ্যা বণিক ১৩

ছড়া/কবিতা

একুশে ফেব্রুয়ারি/ মিমতাসিন আফরা ১৪
প্রভাতফেরি/ ফাহিয়া আলম স্মৃতি ১৪
ফাগুন এসেছে/ এবাদুল্লাহ বিন সিদ্দিক ১৫
মা যে আমার/ মালিহা মুমতাজ ১৫

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

'একুশ' এক অনন্য ইতিহাস/ কেয়া বণিক ১৬
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ অনুপমা সূত্রধর ১৭
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি/ ওয়াবিবা হোসেন ১৮
একুশ নিয়ে আমার স্বপ্ন/ রুদ্র রুপন নাথ ১৯
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ আরিফা আলম ২০
আমার চেতনায় ২১শে ফেব্রুয়ারি/ জুনায়েত মোঃ আনোয়ার ২১
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ জান্নাত আরা জান্নাত ২২
২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ অনুসূয়া গঙ্গোপাধ্যায় ২৩
মাতৃভাষা দিবস/ সৈয়দা জাকিয়া বারী ২৪
একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাব/ প্রীতম সাহা ২৫

ছড়া/কবিতা

ফিরে এলো 'একুশে'/ অপর্ণা রায় ২৬
মহান একুশের স্মরণে/ নন্দিতা বাওয়ালী ২৬
আপনালয়/ রোকসানা ইয়াসমীন শিখা ২৭

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/গল্প

একুশে সংকলন/ ফারহানা আকতার ২৮
মহান একুশের ভাবনা/ আফরোজা খান আহমেদ ২৯
আমার বাংলাভাষা/ পার্থ দত্ত ৩০
অনীক/ শাহরিয়ার খালেদ ৩১

ছবি : মায়িশাহ্ মুনাওয়ারাহ্

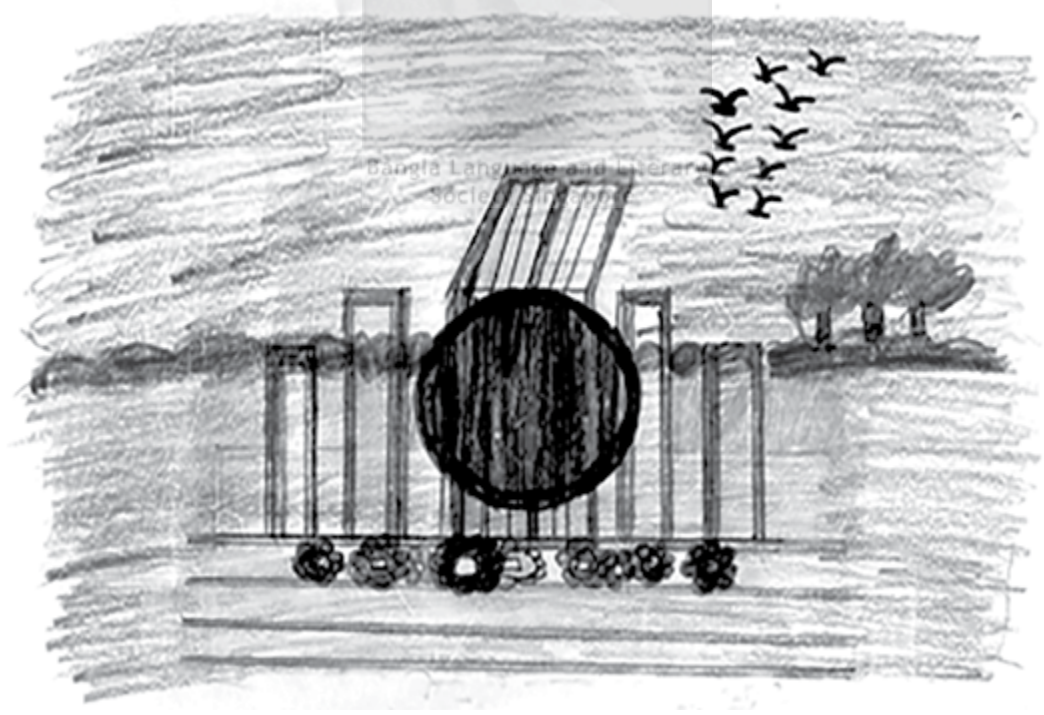

ছবি : অঙ্কিতা দত্ত

সম্পাদকীয়

নিজেকে প্রকাশের সহজাত মাধ্যম ভাষা। মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশু তার পরিচয় জানান দেয় উচ্চারিত ধ্বনির মাধ্যমে। মধুরতম চিরন্তন সেই শব্দসমূহ মাতৃস্নেহে সহজাত ভাবপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয় মাতৃভাষায়। মাতৃরূপী এই ভাষার সঙ্গে নাড়ির টান তাই অবিচ্ছেদ্য। বিশ্বজুড়ে চর্চার দিক দিয়ে সপ্তম আমাদের মাতৃভাষা। যেখানে প্রতিদিন দুটি করে ভাষা মুছে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, সেখানে স্বকীয়তা নিয়ে মাথা উঁচু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার।

সময়ের বিবর্তনে যে ভাষা আপন মাধুর্য আর স্বকীয়তা নিয়ে হাজির হলো, পৃথিবীকে দিল গীতাঞ্জলির মতো বিজয়ী কাব্যগ্রন্থ; হঠাৎ করেই কালো মেঘে প্রশ্নবিদ্ধ হলো তার অস্তিত্ব অধুনা আগুন্তুকের কাছে। এরপর লড়াই, সংগ্রাম আর নির্ভিক আত্মবলিদান। সময় ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। সময় এগিয়ে যায়, আগ্রাসনের কালো মেঘ কেটে উদিত হলো সূর্যস্নাত রক্তিম প্রভাত। প্রতিষ্ঠিত হলো শহীদ মিনার। খালি পায়ে ফুল নিয়ে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় অবনত হলো বাঙ্গালি জাতি– একুশ হলো বাংলার। আধো শীতে চাদর জড়ানো সকালে পলাশের লালে আর কালো ফিতায় প্রভাতফেরি পরিণত হলো বাঙ্গালির সংস্কৃতিতে। ভাষার অধিকার রক্ষায় জীবনদানের বিরল ঘটনার স্মৃতি নিয়ে বাংলা হয়ে উঠলো আত্মত্যাগের মহিমায় বলীয়ান। জাতিসংঘ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর প্রচলন ত্যাগের সেই দৃষ্টান্তকে করেছে মহিমান্বিত, বাংলা পেল অমরত্বের মর্যাদা।

দেশ পেরিয়ে বিদেশের দুয়ারে বাংলাভাষাকে পৃথিবীর মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো বিএলএলএস। ছাব্বিশ বছর পেরিয়ে আজ ৬০০ এর অধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাভাষা চর্চার মহান ব্রত পালন করে চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন করা, বাংলাভাষার ইতিহাস, একুশের চেতনা ও তাৎপর্য নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'অক্ষর' এর আবির্ভাব।

'অক্ষর' নামটির জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্যার এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলা বর্ণমালার বিবর্তন ও ভাষার ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাসের ধারণা 'অক্ষর'-এর প্রচ্ছদে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। প্রকাশনায় সহযোগিতার জন্য আমি সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশের বহু শুভাকাঙ্ক্ষীর নিকট কৃতজ্ঞ। সম্পাদনামণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, ম্যানেজমেন্ট কমিটির ভিতর ও বাইরে যারা সংকলনটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো অসীম কৃতজ্ঞতা। স্থানাভাবে অনেকের লেখা ছাপানো সম্ভব হলো না, সে জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

লেখকদের বড় অংশই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। এরা সিঙ্গাপুরেই বড় হয়েছে, বাঙ্গালির একুশে উদ্‌যাপন দেখেনি। প্রভাতফেরির র‍্যালি কিংবা নিজেরা মিলে পাড়ায় শহীদ মিনার গড়ে তোলার অনুভূতি হয়তো এদেরকে স্পর্শ করবে না। তাই আমাদের আবেগ ও আন্তরিকতা এদের মধ্যে সঞ্চার করে, যদি বাংলাকে আরো ভালোবাসার ও চর্চা করার অনুপ্রেরণা তৈরি করা যায় তবে তা হবে আমাদের পরম পাওয়া।

সংকলনটি ত্রুটিমুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরেও কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে গেলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

সূচিপত্রঃ

ছবি : মাবেল চ্যাটার্জি

শহীদ মিনারে একদিন

আয়ুষ মজুমদার

গতবছর গরমের ছুটিতে আমরা ঢাকায় গিয়েছিলাম। আমার মা-বাবার মুখে ভাষা শহীদদের গল্প শুনেছিলাম। তখন থেকেই আমার শহীদ মিনার দেখার ইচ্ছা জাগে। তাই আমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে শহীদ মিনার দেখতে গিয়েছিলাম। শহীদ মিনারের পাঁচটি স্তম্ভ। মধ্যের স্তম্ভটি সবচেয়ে লম্বা। এ স্তম্ভের সঙ্গে লাগানো লাল সূর্য। বড় স্তম্ভটির দুই পাশে ছোট বড় করে আরও চারটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলি একটি বড় বেদীর উপর বসানো। শহীদ মিনারটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে অবস্থিত। জায়গাটি খুবই সুন্দর। আমরা খালি পায়ে বেদীতে উঠে শহীদদের স্মরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই। আজ আমরা তাদের জন্যই বাংলাভাষায় লিখতে, পড়তে ও কথা বলতে পারছি। আমি সারাজীবন তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করবো এবং মনে রাখবো।

Bangla Language and Literary
Society Singapore

আমার দাদানের বাগান

অবন্তিকা ব্যানার্জ্জী

কলকাতায় আমার দাদানের একটি সুন্দর বাগান আছে। বাগানে টগর ফুল ফোটে, জবা ফুল ফোটে। ওখানে নানা রকমের গাছ আছে। আম গাছ, নারকোল গাছ। বাগানে অনেক ঝোপও আছে, আর আছে ক্যাকটাস। বাগানে অনেক টিয়া পাখি আসে, চড়াই পাখি আসে। পাখিরা গান গায়। দাদানের বাগানে আমি কোকিলের মধুর ডাক শুনেছি। আমি দাদানের সাথে বাগানের যত্ন করেছি।

সূচিপত্রঃ

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি

তুলতুল সূত্রধর

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবময় দিন। এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর এবং আরও নাম না জানা শহীদদের। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলা ভাষার জন্য তাঁরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। রক্ত দিয়ে তাঁরা সমুন্নত রেখেছেন বাংলাভাষার মান। সেই স্মৃতি আমরা কখনও ভুলব না। প্রতিবছর আমাদের মধ্যে ফিরে আসে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা গান গাই- "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পাকিস্তানি সরকার বাঙালিদেরকে শোষণ করার জন্য এক জঘন্য প্রক্রিয়া শুরু করে। এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার তারা কেড়ে নেয়। কেড়ে নিতে উদ্যত হয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে। তাই প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে, পথে প্রান্তরে। অগণিত মানুষের মিছিল হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য সরকার এদিন ১৪৪ ধারা আইন জারি করে। অকুতোভয় ছাত্ররাও ছিল তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল। তাঁরা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে প্রতিবাদ জানায়। সভার আয়োজন করে এবং সভাশেষে প্রতিবাদ মিছিল করে। ভাষার দাবিতে সোচ্চার মিছিলটি এগিয়ে যায় প্রাদেশিক ভবনের দিকে। মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার প্রমুখ দামাল ছেলেরা। বুকের রক্ত দিয়ে তাঁরা লিখে যায় এক রক্তাক্ত ইতিহাস। তাঁদের মহান আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাভাষা আজ রাষ্ট্রভাষার সম্মান লাভ করেছে। এই সম্মান এতো সহজে আসেনি। বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি শোকগাঁথা, বেদনাবিধুর এক ইতিহাস।

Bangla Language and Literary Society Singapore

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতি বছর উদ্‌যাপিত হয়। এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে এবং কালো পতাকা উড়ানো হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সর্বস্তরের মানুষ শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল অর্পণ করে। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের এক উজ্জ্বল দিন। এ দিনটিকে কেন্দ্র করেই এখন পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সারাবিশ্ব চিনেছে বাঙালিকে, চিনেছে তাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে। আমার প্রাণের বাংলাভাষা বেঁচে থাকবে আমাদের কথায় ও লেখায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা যেন বলতে পারি-

"মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা।"
(–অতুল প্রসাদ)

সূচিপত্রঃ

বাংলা আমার মাতৃভাষা

ময়ূখ সেন দাস

আমার মাতৃভাষা বাংলা। মায়ের মতনই আমি আমার ভাষাকে ভালোবাসি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছিলো বাংলাভাষাকে বাঁচানোর জন্য। তারপর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সম্মানিত করে। আমি গর্বিত যে আমার মাতৃভাষা বাংলা। সেই মানুষদের জন্যই আজ সিঙ্গাপুরে এসেও আমি বাংলা শিখছি। তাঁদের অবদানকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

কিন্তু আজকাল বাঙালিরাই বাংলা শিখতে চায় না বা শিখতে লজ্জা পায়। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, কেন তারা ভাবে ভবিষ্যতে বাংলাভাষার প্রয়োজন আছে কি না?

আমার মা ও মাতৃভাষা দুই-ই আমার আবেগ-অনুভূতির সাথে জড়িয়ে আছে। আমরাতো কখনোই ভাবি না আমাদের জীবনে মায়ের প্রয়োজন আছে কি না! তাহলে মাতৃভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা কেনো চিন্তা করি?

১৯৫২ সালের ঐ মানুষদেরই কি শুধু দায়িত্ব ছিল মাতৃভাষাকে রক্ষা করার? ২০২১ সালে আমাদের নিজের ভাষার প্রতি কি কোনো কর্তব্য নেই? আসুন, আজকের ২০২১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা সবাই একসাথে আমাদের ভাষারূপী মা-কে অনুভব করি। তাঁকে ভালোবাসি এবং তাঁকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার শপথ গ্রহণ করি।

Bangla Language and Literary Society

সূচিপত্রঃ

আমাদের কাছে ২১শে ফেব্রুয়ারি

মেহরাব রহমান

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাস এলেই আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। ২০২১ সালে এসেও আমরা অনেকেই জানি না ২১শে ফেব্রুয়ারি কী? কী ঘটেছিল সেদিন? এক মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত ইতিহাসের জন্ম হয়েছিল।

১৯৫২ সাল। আজকের বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান। এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একই রাষ্ট্র হলেও ভাষা এবং সংস্কৃতির কারণে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। পাকিস্তানিরা জোর করে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিল উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। বাঙালিদের মায়ের ভাষা বাংলার উপর এই ধরনের বলপ্রয়োগ মেনে নেয়নি সেদিনের বাংলার দামাল ছেলেরা।

মায়ের ভাষা রক্ষার দাবীতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই প্রতিবাদী হয়ে নেমে আসে রাস্তায়। মিছিলে মিছিলে ছেয়ে যায় ঢাকার রাজপথ।

১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানিরা বাংলার দামাল ছেলেদের উপর গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে রাজপথে শহীদ হন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার। তাদের অপরাধ ছিল মায়ের ভাষায় কথা বলতে চাওয়া। কিন্তু পাকিস্তানিরা চায়নি 'বাংলাভাষা' হোক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

১৯৫২ সালে যাঁরা নিজের জীবন বাজী রেখে রাজপথে শহীদ হয়েছেন তাঁরা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রতীক। তাঁদের এই আত্মত্যাগের কারণে আজ আমরা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলতে পারি। লিখতে পারি, পড়তে পারি, কবিতা আবৃত্তি করতে পারি, গান গাইতে পারি।

Bangla Language and Literary Society Singapore

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র বাঙালিরাই এমনভাবে মায়ের ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে জীবন দিয়েছে। সেসময় শহীদের স্মৃতিকে স্মরণ করার জন্য রাতারাতি তৈরি করা হয়েছিল শহীদ মিনার। কিন্তু রক্তে ধোয়া সেই প্রথম শহীদ মিনারটি ওরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

এই মহান আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়।

২০০০ সাল থেকে ১৮৮টি দেশের নাগরিক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একযোগে পালন করে আসছে। তাই প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাস এলেই শহীদদের সেই স্মৃতি এবং তাঁদের মহান অবদানের কথা স্মরণ করার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি শ্রদ্ধার সাথে পালন করি।

দেশে বিদেশে একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ছোট-বড় সবাই এই সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আমিও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি, কবিতা আবৃত্তি করি। যাঁদের জন্য বাংলা ভাষায় এতো কিছু করতে পারি তাঁদের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও বিনম্র শ্রদ্ধা জানাব। কারণ আমার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি মানেই মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার প্রেরণা। আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে থাকে সেই প্রেরণা।

সূচিপত্রঃ

২১শে ফেব্রুয়ারির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিদ্যা বণিক

১৯৪৭ সাল, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হলো ব্রিটিশ ভারত, তৈরি হলো ভারত ও পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান দুটি খণ্ডে বিভক্ত, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। বহু জাতিসত্ত্বা নিয়ে গড়া পাকিস্তানের মাত্র ৬ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা ছিল উর্দু আর ৫৪ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু তারপরও ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ। বাংলাভাষার সমমর্যাদার দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠে পূর্ব বাংলার রাজপথ। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল, আন্দোলন দমাতে ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ঢাকা শহরের সকল প্রকার সমাবেশ ও মিছিল। গ্রেফতার করা হয় একের পর এক ছাত্র নেতাকে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ছাত্ররা এসে সমবেত হতে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আর ভাষার দাবিতে শ্লোগান দিতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের দিকে রওয়ানা হয়। হঠাৎ গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে শহীদ হলেন– বরকত, রফিকুদ্দীন আহম্মেদ এবং আব্দুল জব্বার, হাসপাতালে মারা যান আব্দুল সালাম। অলি উল্লাহ নামে নয় বছরের এক শিশুও শহীদ হয় পুলিশের গুলিতে। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ চলতে থাকে, অন্যদিকে ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার সাধারণ জনতা ঢাকা মেডিকেল এর সামনে জড়ো হতে থাকে। টলে উঠে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। জনরোষ ও গণআন্দোলনের মুখে ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় তারা।

পৃথিবীতে একমাত্র আমরাই জীবন দিয়েছি মাতৃভাষার দাবিতে, আর তাই ভাষা আন্দোলন এবং মানুষের ভাষার প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউল ও আরও অনেক নাম না জানা তরুণের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষা, বাংলায় মা বলে ডাকার অধিকার। সেসব ভাষা শহীদদের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

সূচিপত্রঃ

একুশে ফেব্রুয়ারি

মিমতাসিন আফরা

শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি সেই সব
ভাষা শহীদদের যাদের রক্তের
বিনিময়ে আজ আমরা বাংলা
ভাষাতে কথা বলতে পারছি।

সম্মান করছি যাদের বলিদানের জন্য
আমরা আমাদের মাতৃভাষা
অবাধে পড়তে পারছি।

এই দিনটি আমাদের মনে
অম্লান হয়ে থাকবে।

প্রভাতফেরি

ফাহিয়া আলম স্মৃতি

প্রভাতফেরি প্রভাতফেরি
খালি পায়ে সবাই হাঁটি।।
বাংলা বলে হলেন যারা শহীদ
তাদের তরে গড়ি মোরা মিনার-
একযোগে সবাই মিলে
ফুলের অর্ঘ্য দেই বেদীতে।।
রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

Bangla Language and Literary Society Singapore

সূচিপত্রঃ

ফাগুন এসেছে

এবাদুল্লাহ বিন সিদ্দিক

ফাগুন এসেছে শাল-পিয়াল
আর কৃষ্ণচূড়ার বনে,
ফাগুন এসেছে আগুন ছড়াতে
আমাদের এই মনে।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'
ফাগুন এসেছে, এসেছে আবার প্রাণ,
এসেছে আবার গাইতে ওদের
রক্ত ঝরানো গান।

ভাষার দাবীতে দিয়ে গেল যারা
তাদের অমূল্য প্রাণ,
বুকের তাজা রক্তে রাঙালো
রাখলো ভাষার মান।

সালাম, রফিক, শফিক, বরকত
ওরা আমাদের ভাই,
বাংলাতে তাই কথা বলি মোরা
বাংলাতে গান গাই।

Bangla Language and Literary Society Singapore

মা যে আমার

মালিহা মুমতাজ

মা যে আমার স্বপ্নে আঁকা
রাখাল ছেলের বাঁশি
মা যে আমার শিমুল গাছের
হলদে পাখির হাসি।
মা যে আমার নতুন ছবির
সকাল বেলার ফুল,
মা যে আমার সোনার হরিণ
ক্ষীর নদীর কূল।
মা যে আমার জোছনা রাতের
একটি ফুলের কলি
ফুল পাখিদের কথা আমি
মায়ের কাছে বলি।

সূচিপত্রঃ

‘একুশ’ এক অনন্য ইতিহাস

কেয়া বণিক

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে চেতনার প্রতীক, গৌরবের প্রতীক। ভাষা আন্দোলনের অমর স্মৃতিবিজড়িত এই শহীদ দিবস বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপনের দিন।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৯৫২ সালের আগেই হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মের সময়েই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিভেদ সৃষ্টি হয়। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার দখল করে নিতে চায় পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের কুখ্যাত সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিল। পূর্ব বাংলার জনগণ তা মেনে নিল না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হলো তীব্র গণ-আন্দোলন। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালো নির্বিচারে। তাতে শহীদ হলেন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ নাম না জানা অনেক ছাত্র ও পেশাজীবী মানুষ। শহীদের বুকের তপ্ত রক্তের প্রেরণায় প্রতিবাদী মানুষের গণ-আন্দোলন আরও দুর্বার হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাধ্য হলেন বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। আমাদের জাতীয় জীবনে আন্দোলনমুখর সেই দিনটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। বুকের রক্তঝরা ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার অধিকার। যা পরবর্তী সময়ে আমদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্বার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের পথ ধরেই আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল হয়েছি, অর্জন করেছি মুক্তিযুদ্ধে বিজয়। একুশে ফেব্রুয়ারির মহান গুরুত্ব ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর এই দিনটিকে ইউনেস্কো দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ বিশ্বের সকল দেশে সকল জাতির মাতৃভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতির এক অনন্য স্মারক।

Bangla Language and Literary Society Singapore

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষার জন্য আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এ দিনের মহান আত্মদানের ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি অর্জন করেছে তার স্বাধিকার। প্রগতিশীল ও কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার শপথ নেবার সময় এখন, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় বীর শহীদদের স্মরণ করছি।

সূচিপত্রঃ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

অনুপমা সূত্রধর

মাতৃভাষা প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে সুনিপুণভাবে জড়িয়ে আছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। মায়ের ভাষায় কথা বলার মতো এমন পরিতৃপ্তি অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সেজন্য মাতৃভাষার প্রতি মানুষের অদম্য ভালোবাসা একটি মহৎ গুণ। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য রক্তস্নাত মহান শহীদ দিবস অমর একুশে ফেব্রুয়ারি - এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের মাধ্যমে প্রত্যেক জাতির প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা এখন মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের জন্য অকুতোভয় বাঙালিরা আত্মাহুতি দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই শহীদ দিবস-ই আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। এবারও ফিরে এসেছে সেই রক্তাক্ত দিনের স্মৃতি নিয়ে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি।

একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে খ্যাতি লাভ করলো সেটাও কিন্তু একটি ইতিহাস।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিবছর বিশ্বের ১৮৮টি দেশে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সাধারণ অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল '১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের মাতৃভাষার জন্য অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সেদিন যাঁরা ভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দিনটিকে আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হউক'। যা বাঙালি জাতির জন্য কতখানি গর্বের, কতখানি আনন্দের, তা বলে বোঝানো যায় না।

ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তার পেছনে কাজ করেছে কানাডার একটি সংগঠন - মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম নামে দুজন বাঙালি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে শেষ অবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাঙালিদের কাছেই নয়, সারা বিশ্বের মানুষের কাছে সমাদৃত।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার সঙ্গে শহীদ দিবসের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে। আসলে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা আদায়ের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সাল থেকেই। কিন্তু বাহান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারিতে তাতে যোগ হয় এক নতুন মাত্রা। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে বাঙালি জাতি এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটায়। একুশের চেতনাই বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির আত্মত্যাগের মহান নিদর্শন আর স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ শুধু বাঙালির নয়, একুশে ফেব্রুয়ারি আজ সারা বিশ্বের। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' সেই বেদনাবিধুর গানের মূর্ছনা আজও আমাদের অশ্রুসিক্ত করে তোলে।

বর্তমান বিশ্বে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের উপরে ভাষা প্রচলিত থাকলেও অল্প কিছু ভাষা বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করেছে। নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশের সর্বোত্তম উপায় পরিহার করে কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাষার ওপর মানুষের নির্ভর করতে হয়। বিদেশি ভাষা শিক্ষা করতে গিয়ে অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করার প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা থাকে উপেক্ষিত। অথচ নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সর্বোত্তমভাবে প্রকাশ করতে পারে। জীবনের বিচিত্র বিকাশ মাতৃভাষাতেই সহজলভ্য। সেজন্য মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও তার প্রয়োজনীয় চর্চার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার মাধ্যমে মাতৃভাষার সম্ভাবনার তাৎপর্যই প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের জন্য বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষের জন্য তা পরম গৌরবের। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ আজ সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। বাঙালি জাতির এটি পরম পাওয়া।

সূচিপত্রঃ

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি

ওয়াবিবা হোসেন

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি', – না, আমরা একদিনের জন্যও ভুলিনি, কখনো ভুলবো না। খুব ছোট ছিলাম যখন ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রকৃত অর্থ বুঝতাম না, খুব ছোট থেকেই এই গান আমি শুনে আসছি। আজ যখন বড় হয়ে জানলাম যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে, এখন এর তাৎপর্যকে অনুভব করি অন্তর দিয়ে। এই দিনটি আজ একটি তারিখ মাত্র নয়। মাতৃভাষাপ্রেমী সব মানুষের কাছে এই দিনটি হলো শপথের, সংগ্রামের এবং স্বীকৃতির এক উজ্জ্বল প্রতীক। এই দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। রফিক, সালাম, বরকতের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাবার দিন এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য শপথ নেবার দিন। নিজের মাতৃভাষাকে জীবিত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন বাংলাদেশে আরম্ভ হয়েছিল, সারা বিশ্বের ইতিহাসে তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির ইতিহাসকে অমর করে রেখেছে। এ ইতিহাস একদিকে আনন্দের অন্যদিকে শোকের। এ দিনের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি শাসকচক্রের কায়েমি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল বাঙালিরা। ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ থেকে ইংরেজরা বিদায় নিলেও শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণ। প্রথমেই তারা চক্রান্ত করে বাঙালির প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে। মোট জনসংখ্যার শতকরা আটান্ন জন অধিবাসীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী ছিল তৎকালীন সাত কোটি বাঙালির প্রাণের দাবী। কিন্তু পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী এ প্রাণের দাবীকে উপেক্ষা করে। এমনকি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ১৯৪৮ সালে ২১শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মো: আলী জিন্নাহ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বলে ঘোষণা করেন। এর তিন দিন পর ২৪শে মার্চ কার্জন হলে আনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি একই কথার পুনরুল্লেখ করেন। ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় উর্দুকেই স্বীকৃতি দেন। এক পর্যায়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলাভাষা সংক্রান্ত গণপরিষদে আনীত প্রস্তাব বাতিল হয়। এ সবের ফলাফল শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের রূপ নেয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবীতে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এর দাবীতে পূর্ব বাংলার সচেতন ছাত্র শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও জনতা আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। শেষ পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতিদানে বাধ্য হয়।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। সেদিন ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সারাদেশে আন্দোলনের প্রস্তুতি দিবস। ছাত্র-জনতার এ আন্দোলনের ধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকার এদিন ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমিতি, মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বাংলার দামাল ছেলেরা এ দমনমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা-সমাবেশ এবং মিছিল নিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাছে এলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। ঝরে পড়ে কতগুলো তাজা প্রাণ– রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত, শফিউরসহ আরো অনেক নাম না জানা অকুতোভয় তরুণ। বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস। বাংলা ভাষা মর্যাদা পেল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। আজ আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি আমরা বাঙালিরাই প্রথম ও একমাত্র জাতি, যারা তাদের মাতৃভাষাকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে গিয়ে অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। সে রক্ত বৃথা যায়নি। সারা বিশ্বের মানুষ আজ সুগভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে, এদিনটি পালিত হয় বিশ্বজুড়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। গর্বে আমার বুকটা ফুলে যায়। প্রতি বছর এই দিনটি আমাকে নতুনভাবে প্রেরণা দিয়ে যায়।

সূচিপত্রঃ

একুশ নিয়ে আমার স্বপ্ন

রুদ্র রুপন নাথ

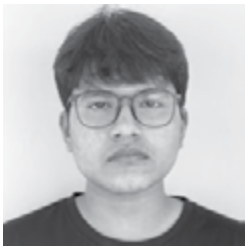

আমরা বাঙালি, বাংলা ভাষায় কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি, কবিতা লেখি, গান গাই, বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করি, জ্ঞান অর্জন করি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা তাই প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষায় হওয়া উচিত– এ ব্যাপারে আজ আর কারও দ্বিমত নেই। কারণ মনের ভাব মাতৃভাষার মাধ্যমে যেরূপে স্বাচ্ছন্দ্যে ও অবলীলায় প্রকাশ করা সম্ভব তা অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের কাছে তার মাতৃভাষার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে। সুতরাং অপর সব ভাষা অপেক্ষা মাতৃভাষা সকলের নিকট সুমধুর। মাতৃভাষাকে কেউ কখনো অবহেলা বা উপেক্ষা করতে পারে না।

আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল কেন? মাতৃভাষার জন্য কেন সেদিন তাজা প্রাণ ঝরে পড়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর একটাই। মাতৃভাষার প্রতি অদম্য প্রেম ও ভালোবাসা। মাতৃভাষাকে অস্বীকার করা বা অবমাননা করা মানে, নিজেকে অবমাননা করা, নিজের মাকে অবমাননা করা, নিজের অস্তিত্বকে অবমাননা করা। এসব দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যই, ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যই আন্দোলন করতে হয়েছিল।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হলে তা সহজেই মানুষের হৃদয় জুড়ে থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষণীয় বিষয়ে আনন্দ খুঁজে পায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে গাঁথুনিটা খুব মজবুত করে দিতে পারলে যেকোনো ভাষায় শিক্ষার্থীরাও শিক্ষণীয় বিষয়ে আনন্দ খুঁজে পাবে।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাঙালিরা হাজার বছর ধরে বাংলাভাষায় কথা বলে। চাঁদনি রাতে কিংবা বৃষ্টিঝরা কোনো রাতে স্বপ্ন দেখে। আমিও একুশে ফেব্রুয়ারি এলে স্বপ্ন দেখি প্রভাতফেরির সেই মিছিলে খালি পায়ে অগণিত মানুষের মিছিলে ফুল হাতে একাত্ম হয়ে যাই– ধীর পায়ে এগিয়ে যাই শহীদ মিনারের বেদীতে ফুল দিয়ে শহীদের প্রতি জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।

Society Singapore

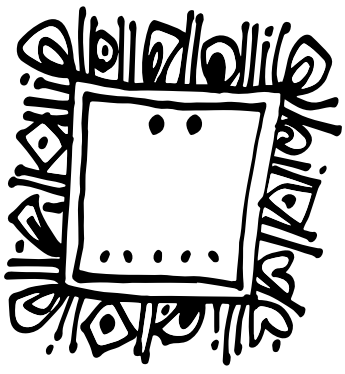

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আরিফা আলম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বজুড়ে নানাবিধ ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং তারপর থেকে এই দিনটি সারা বিশ্বের বহু দেশে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে, ফলে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। এই দুঃখজনক ঘটনার কারণে এই দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল যা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়, বাংলাদেশে এই দিনটি সরকারি ছুটির দিন।

ভারত উপমহাদেশে বাংলা ভাষাভাষী দুটি প্রদেশ ছিল– একটি পশ্চিম বাংলা অন্যটি পূর্ব বাংলা, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। দেশ ভাগের আগে থেকেই ভাষাগত ইস্যুসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বহু সমস্যা ছিল। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করল তখন তা পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম দেয়। ছাত্রজনতার বিক্ষোভ একসময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়– সবকিছু ছাপিয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তাক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা বিতর্কের অবসান ঘটে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে ছাত্রজনতার আত্মত্যাগের সেই দিনটি এখন মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্মরণ করা হয় এবং ঢাকায় অবস্থিত শহীদ মিনারে অগণিত মানুষ প্রতি বছর শ্রদ্ধা জানায়।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির অ্যাশফিল্ড পার্কেও একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে পাথরের উপর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছিল– 'আমরা একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের স্মরণ করব'। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কো এবং জাতিসংঘের অন্যান্য দেশগুলো নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রচারে অংশগ্রহণ করে।

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন কারণ এই দিনে মাতৃভাষাকে কিভাবে সম্মান করতে হয়, ভালোবাসতে তা আমরা শিখতে পারি। আমরা চিরদিন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

সূচিপত্রঃ

আমার চেতনায় ২১শে ফেব্রুয়ারি

জুনায়েত মোঃ আনোয়ার

আমরা বাংলাদেশি। বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা বা মাতৃভাষা। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে আমাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অবিস্মরণীয় দিন। আমাদের আত্মত্যাগের একটি চরম দিন।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দুটি দেশের জন্ম হয়। ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার দুই অংশে বিভক্ত ছিল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানই বর্তমানের বাংলাদেশ। গোটা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পূর্ব পাকিস্তানিরাই (বাঙালিরা) ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উপেক্ষা করেছিল। উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এ অন্যায়কে মেনে নিতে পারেনি বাংলার সন্তানরা। তাই প্রতিবাদ জানালো। তারা উর্দুভাষার পাশাপাশি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানালো। কিন্তু পাকিস্তান সরকার রাজি হলো না। পরিণতিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল ঘরে ঘরে। স্বার্থলোভী শাসকেরা অস্ত্রের ভয় দেখালো। আন্দোলনকে দমন করার জন্য জারি করা হলো ১৪৪ ধারা। কিন্তু থামলো না বাংলার জনগণ। রাজপথে নামলো হাজার হাজার জনতা। অমান্য করলো ১৪৪ ধারা আইন। তখন পুলিশ গুলি চালালো। অত্যাচারী শাসকের নির্দেশে রাজপথ হলো রঞ্জিত। শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক। সে দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করল। ব্যর্থ হলো পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী।

১৯৫২ সালের পর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। রাজধানী ঢাকা শহর থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত এ দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠানসূচি। খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগেই শুরু হয় প্রভাতফেরির প্রস্তুতি। প্রভাতফেরী, আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি স্থান পায় অনুষ্ঠানসূচিতে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখে শোক প্রকাশ করা হয়।

আমরা আজ স্বাধীন। স্বাধীন বাংলায় একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতি বছর বয়ে আনে নতুন অঙ্গীকার। এ দিনে আমরা শপথ করি আমরা বাংলা পড়ব, বাংলা বলব এবং বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করব। যুগ যুগ ধরে একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি সেই সব বীর শহীদদের যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমার মায়ের ভাষা আজ সুরক্ষিত হয়েছে।

সূচিপত্রঃ

“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি”

জান্নাত আরা জান্নাত

বাঙালিদের জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি স্মরণীয় দিন। কারণ এই দিনেই বাংলাভাষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে সালাম, জব্বার, বরকত জীবন দিয়েছিলেন। অনেকে হয়েছিলেন আহত।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তখনকার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিন্নাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র মাতৃভাষা। তখন বাংলাদেশ আলাদা কোনো দেশ ছিল না এবং পাকিস্তানেরই অংশ হিসেবে এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ বাঙালি– তারা বাংলায় কথা বলে। অর্থাৎ তাদের মাতৃভাষা বাংলা। বর্তমানে বাংলাদেশ এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না যে বাংলাভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় তাদের কথা বলতে হবে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল– তারা জোরালো প্রতিবাদ শুরু করল।

১৪৪ ধারা জারি করা হলো কিন্তু বাংলার মানুষ ১৪৪ ধারা ভেঙে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর গুলি করা হলো এবং সালাম, জব্বার, বরকতসহ আরো অনেকে শহীদ হলেন মায়ের ভাষায় কথা বলার দাবি জানাতে গিয়ে। এরপর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল ভাষা আন্দোলন। আমাদের এই বাংলাদেশ জন্ম হওয়ার বীজ বপন হয়েছিল এই একুশে ফেব্রুয়ারিতে।

এরপরই বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৫৬ সালে সাত দফা এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম। আমি সেই বাংলাদেশের মানুষ। আমার পরিচয় বাঙালি। আমি বাংলায় কথা বলি।

Bangla Language and Literary

পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষার জন্য আর কোনো জাতির এত জীবন দিতে হয়নি। জাতিসংঘের একটি সম্মেলনে ১৮৮টি দেশের সমর্থনে ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২১শে ফেব্রুয়ারিতে সালাম, জব্বার, বরকতের জীবনের বিনিময়ে আমরা আজ বাংলাভাষাকে নিজের ভাষা, মায়ের ভাষা হিসেবে পেয়েছি। যুগে যুগে মানুষ সালাম, জব্বার, বরকতের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানবে এবং তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাবে। কারণ তাদের জন্যই আমরা আজ বাংলাভাষায় কথা বলতে পারছি।

বাংলাভাষায় কথা বলতে পেরে আজ আমরা গর্বিত। রক্তের বিনিময়ে বাঙালি পেয়েছে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার। আবার এসেছে সেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি যা প্রত্যেক বাঙালির চিরপ্রেরণার প্রতীক।

সূচিপত্রঃ

২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

অনসূয়া গঙ্গোপাধ্যায়

"সে যে সুরের ই ভাষা,
ছন্দের ই ভাষা,
তালের ই ভাষা,
আনন্দের ই ভাষা,
ভাষা এমন কথা বলে বোঝে রে সকলে..."

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চলচ্চিত্রের এই গানটির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় মাতৃভাষার প্রতি তাঁর প্রাণের আবেগকে এমন সশ্রদ্ধ সৌন্দর্যে ব্যক্ত করে বাঙালি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে গৌরবমণ্ডিত করে গিয়েছেন। যে কোনো মাতৃভাষার প্রতি মানুষের এহেন সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসাই কি একান্ত কাম্য নয়? তবুও নানান দেশে নানান প্রজাতির মাতৃভাষা আজ কেন সংকটের মুখে?

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানা অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করেন। এই আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রত্যেকটিকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯৯৯ সালে UNESCO সংস্থা একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। কোনো বিশেষ ভাষা ও তৎসংলগ্ন সংস্কৃতিকে বিলুপ্তির অতল গহ্বরে তলিয়ে না যেতে দেওয়ার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে, বাংলাদেশের মানুষের ভাষা আন্দোলন ও রক্তাক্ত আত্মত্যাগকে স্মরণ করে ২০০২ সালে 'United Nations General Assembly'-ও ২১শে ফেব্রুয়ারিকে IMLD-র স্বীকৃতি দেয়। নিজের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্তরে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শিক্ষিত বাঙালি যুবসমাজের এমন আত্মবলিদান বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যবনিকা পতন হলো। স্বাধীনতার সূর্যোদয় হলো দেশভাগের পথ ধরে। দেশভাগের প্রভাব সবচেয়ে প্রকট ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবে। অধুনা বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রিত থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো ভাষা ও ভৌগোলিক দূরত্ব। ১৯৪৮ সালের তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার উর্দুভাষাকে বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলেন। সরকারি নথিপত্র, মুদ্রা, সিলমোহর সবকিছু থেকেই বাদ পড়লো বাংলাভাষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে গর্জে উঠলো। গঠিত হলো 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নামলো প্রতিবাদী মিছিলে। পাকিস্তানী পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও অবিরাম গুলিবর্ষণে প্রাণ দিলেন অনেক তরুণ। সকরুণ রক্তাক্ত এক অধ্যায়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা 'শহীদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ এই স্তম্ভ ভেঙে দিলো। বহু বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ১৯৫৬ সালে বাংলাভাষাও পেলো দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। স্থাপত্যকার হামিদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ঢাকা কলেজ চত্বরে ১৯৬৩ সালে 'শহীদ মিনার' নবরূপ পেলো।

ইতিহাসের পরের অধ্যায় 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'। কালক্রমে ১৯৮৭ সালে 'বাংলাভাষা প্রচলন আইন' অনুমোদন করলেন দেশের সরকার। বাংলাদেশের জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি পেলো 'বাংলা'। আজ ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনটি বাংলাদেশে স্মরণ করা হয় 'শহীদ দিবস' ও 'রাষ্ট্রীয় শোকদিবস' হিসেবে। এই দিনটিকে মনে রেখেই পালিত হয় একুশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একুশের বইমেলা, একুশের পদক, একুশের গান– এ সবকিছুই সেই মহান আত্মত্যাগীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাংলাদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বাংলাভাষী মানুষও সেই মহান ছাত্রদের আত্মবলিদানের কাছে আজও ঋণী। শিলচরের 'ভাষাশহীদ রেলস্টেশনে' পুলিশের গুলিতে নিহত এগারো ছাত্রের স্মৃতিফলক আজও জাজ্বল্যমান।

পৃথিবীর প্রথম দশটি জনপ্রিয় ভাষার পরিসংখ্যানে বাংলা-ও একটি। এ ভাষার ভাণ্ডার অতি সমৃদ্ধ। এই অমূল্য

সূচিপত্রঃ

সম্পদ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারলে এবং বাঙালির মূল্যবোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারলে আমি নিজেকে সার্থক মনে করব। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে আজ অনেক মানুষই দেশছাড়া। বিশ্বায়নের যুগে অন্যের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন করেছি আমরা অনেকেই। সাথে সাথে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি লালন পালনের গুরুদায়িত্বটিও আমাদেরই। বাঙালি জাতি যেন কখনোই আত্মবিস্মৃত না হয়ে যায়, এই হলো আমাদের একুশের অঙ্গীকার।

মাতৃভাষা দিবস

সৈয়দা জাকিয়া বারী

দাদু আমাকে প্রায়ই বলার চেষ্টা করতেন, কখনও কখনও বোঝানোরও; কিন্তু আমি নানান বায়নার তালে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতাম। একদিন ভোরে রবির আলো ফোটার সাথে সাথেই আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন, আদর করে 'দাদু সোনা' ডেকে পাশে বসে বলতে লাগলেন- জানিস, আজ ৮ই ফাল্গুন, ইংরেজি মাসের ২১শে ফেব্রুয়ারি। আজ 'মাতৃভাষা দিবস'। ঠিক এমনই একটি দিনে ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী ছাত্ররা সকাল দশটার দিকে সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে। তখন ছাত্রদের সাথে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধে শহীদ হয় সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর, আওয়ালসহ নাম না জানা আরো অনেক বীর সন্তান যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা লাভ করেছি মাতৃভাষা বাংলা। চল আমরা শহীদ মিনারে গিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই।

Bangla Language and Literary Society, Singapore

সূচিপত্রঃ

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাব

প্রীতম সাহা

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।’

এমই কথাগুলি আমরা একুশের গানে প্রায়ই শুনতে পাই কিন্তু এর মানে কী, তা আমরা কোনোদিনও বোঝার চেষ্টা করি না। আসলে এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা কোনো মূল্য দিই না বা বিবেচনা করি না। একুশে ফেব্রুয়ারির নিবিড়তা জানতে পারলে আমার বিশ্বাস যে, এই দিনটিতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক, দেশে বা বিদেশে থাকুক, আমাদের বাংলাভাষার জন্য অপরিমেয় গর্ব অনুভব করবে।

১৯৪৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর বেশিরভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা তাই তারা চেয়েছিল যেন বাংলাও উর্দুর সঙ্গে একটি রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। অবশেষে, বাংলার মানুষ সবাই একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করা শুরু করল। পাকিস্তানি সরকারও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বেশ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাধারণ জনগণের সঙ্গে সমাবেশ ও সভার আয়োজন করে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ তাদের দিকে গুলি ছুঁড়ল। এটাই ছিল শুরু, সেই ‘ভাইয়ের রক্ত’ ছড়ানো। অসংখ্য বাঙালি আহত হয় এবং অনেকেই তাদের জীবন হারিয়েছিল এই একুশে ফেব্রুয়ারিতে।

একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে অনেক বাঙালি তাদের জীবন বলিদান করেছিল, কেবলমাত্র আমাদের জন্য, যাতে আমরা আমাদের মাতৃভাষা সম্মানের সাথে ব্যবহার করতে পারি। তাদের কারণে আজ অনেক দেশে বাঙালি ছাত্ররা তাদের মাতৃভাষা সঠিকভাবে শিখতে পারে। তাদের কারণে আমি আজ এই রচনাটি লেখার সুযোগ পেয়েছি। এটা বুঝলে আমরা তরুণ-তরুণীরা একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতি আরও অনুগত এবং গর্বিত হবো।

“আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।”

সূচিপত্রঃ

ফিরে এলো 'একুশে'

অপর্ণা রায়

কালের চক্রে ঘুরে ঘুরে
ফিরে ফিরে আসে একুশে।
প্রভাত ফেরির ঐ মিছিলে,
খালি পায়ে যাই হেঁটে
একুশে ফেব্রুয়ারিতে।
অনেক কৃষ্ণচূড়া আর পলাশের অর্ঘ্য নিয়ে
অঞ্জলি দেবো ভরিয়ে
শহীদ মিনারের বেদীতে।
ভাষার জন্য যাঁরা
দিয়ে গেছে প্রাণ
ভুলি নাই ভুলব না
রফিক বরকত সালাম
তোমাদের তাজা খুনের দাম।
ঢাকার রাজপথ সেদিন
হয়েছিল রক্তে লাল।
রক্তের ঋণ বৃথা যেতে দেবো না কোনো দিন
তোমাদের কাছে এ মোর দৃপ্ত অঙ্গীকার।

মহান একুশের স্মরণে

নন্দিতা বাওয়ালী

একুশ তুমি আমার সত্তার অহংকার
রক্তঝরা ফাগুনের কান্না
তপ্তক্ষরার মতো মা-বোনের হাহাকার
আমার হৃদয়ে এক অস্ফুট চাপা আর্তনাদ!

একুশ তুমি লোমহর্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ,
সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার ও বরকতের মতো
আরও কত অজানা শহীদের রক্তে
রঞ্জিত রাজপথ– কৃষ্ণচূড়ার তলা
বাংলার দুঃখিনি মায়ের অঝোরে অশ্রুধারা।

একুশ তুমি শোকাবহ ঘটনার অভিঘাতে তীব্র ক্ষোভ,
নির্লজ্জ পাশবিক পুলিশি হামলায়
দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা
বিদ্রোহের প্রতিবাদ!

একুশ তুমি ভাষা সৈনিকের মহান আত্মত্যাগে,
মায়ের মুখের বুলি আজ বৈশ্বিক পর্যায়ে।
গর্বিত অমোঘ বাঙালি আমরা বিশ্বের দরবারে,
একুশ তুমি আমার জাতির অহংকার
বিনম্র শ্রদ্ধা তোমাদের স্মরণে।

Bangla Language and Literary Society Singapore

সূচিপত্রঃ

আপনালয়

রোকসানা ইয়াসমীন শিখা

এখানে জীবনের উচ্ছ্বল কোলাহল নেই,
নেই বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ। পুরনো দালান, ঘাসফুল আর উঠোন জুড়ে মিশে আছে আমারই ফেলে যাওয়া প্রশস্ত অতীত। ভাটার পুকুরের জলে মিশে আছে আমার শৈশব, রুইয়ের বিলে আজও ভেসে বেড়ায় সেই ভেজা কৈশোর। প্রধান ফটকের দ্বারে যেন এখনো লেগে আছে আমার চঞ্চলা তারুণ্য।
আজ কতদিন পর তাদের সাথে দেখা, সময়ের ব্যবধান তো খুব বেশি গভীরে খোঁড়েনি বিস্মৃতির সরোবর!
আসলে দূরে যাওয়া মানে কখনোই নয় ভুলে যাওয়া।
আমি জানি ক্ষণিকের এই মিলনমেলা ভেঙে আবারো যেতে হবে দূরে, হয়তো দীর্ঘদিন পর কোনো এক শীতের বিকেলে এমনি করে আবার হবে দেখা।
ততদিন,
ভালো থেকো ফসলের মাঠ, ভালো থেকো পথঘাট,
আরও থেকো ভালো, গ্রামের প্রান্তে গড়ে ওঠা নতুন দালানের ছাদ থেকে দেখা আকাশের চাঁদ,
শীতল থেকো আজন্ম ভাটায় পড়া ভাটা পুকুরের মাজা জল,
খুশিতে থেকো বাড়ির উঠানে খেলতে আসে কিশোর-কিশোরীর দল।
সরব থেকো আমার হাতেখড়ির সে পুরনো স্কুল,
ভরে থেকো কাশফুলে ছাওয়া রুইয়ের বিলের দুকূল।
অটল থেকো পিতামহদের রেখে যাওয়া সফেদ দালান বাড়ি,
সতেজ থেকো জনকের লালিত নারিকেল গাছের সারি।
অক্ষয় থেকো সুউচ্চ প্রাচীর, ক্ষয়িষ্ণু প্রতাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির বিশাল ফটক।
বুকে বয়ে নিয়ে এগিয়ে যাও বংশ মর্যাদার চটক।
শান্তিতে থেকো বাগানবাড়িতে চিরনিদ্রায় শোয়া আমার পূর্বসূরীরা,
সুখে থেকো অনাগত সেই আমাদেরই সব উত্তরসূরীরা।

সূচিপত্রঃ

একুশে সংকলন

ফারহানা আকতার

প্রথম কবে বাংলাভাষা শুনেছি মনে নেই, সম্ভবত মাতৃকোঠরে। যখন আম্মু আমার কথা ভেবে পেটে হাত বুলিয়ে আদর করে বলত 'কিরে কেমন আছিস সোনামণি, ভালো?' যখন থেকে আমার শ্রবণশক্তি সচল হতে শুরু করেছিল ঠিক তখন থেকে। এজন্যই তো বাংলার সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক। বাংলা বলে নয়, শিশু তো সবার প্রথম মায়ের ভাষাই শেখে। তাই হয়তো প্রতিটি প্রাণী মাতৃভাষাকে এতো বেশি ভালোবাসে। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতোই মাতৃভাষাটাও আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন ধরুন নিজের হাতে কোনো কাজ সম্পাদনে যে প্রশান্তি তা অন্যকে দিয়ে করিয়ে পাওয়া যায় না। তেমনি মাতৃভাষায় কথা বলে যে শান্তি তা অন্য ভাষায় কই? কিছু কথা যেমন– মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, বুকটা চিন চিন করছে, পা-টা টনটন করছে, হাপুস হুপুস খাই, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ইত্যাদি। এই কিছু সাধারণ শব্দগুলোকে অসাধারণ করে তোলে মাতৃভাষার নিজস্বতা। এই শব্দগুলো হয়তো অন্য ভাষায় বোঝানো যাবে কিন্তু অনুভব করতে পারব না। আমার মতে যেকোনো ভাষা দিয়েই মনের ভাব প্রকাশ করা যায় কিন্তু সেটা ঠিক মনের মতো হয় না। একমাত্র মাতৃভাষাতেই কী যেন একটা অনুভূতি কাজ করে যেটা মনের ভাবটা মনের মতো করে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। যতটা শান্তি আমার মাতৃভাষায় প্রকাশ করাতে; তা অন্য ভাষায় নেই।

আবার মাতৃভাষাটা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তির মতো। একটা অন্যরকম অধিকার কাজ করে যার উপর। একই বাক্য বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলের মানুষ এক এক ভাবে বলে থাকে, যেমন: মুই ভালা আছি (বরিশাল); আই গম আছি (চট্টগ্রাম); আই ভালা আছি (নোয়াখালী)। যার যার মাতৃভাষা সে তার তার মতো করে ব্যবহার করে আসছে। রূপ ভিন্ন হলেও অর্থ কিন্তু একই। আর আমরা যার যার মায়ের বোলেই অভ্যস্ত। অনেকে হয়তো শুদ্ধ অশুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। কিন্তু আমার মতে মাতৃভাষার কোনো শুদ্ধ-অশুদ্ধতা নেই। আপনি অফিসিয়াল প্রয়োজনে শুদ্ধভাষার ব্যবহার করেন, কিন্তু বলার সময় মাতৃভাষা হবে সেই ভাষা যেটা আমার মনকে দেবে মায়ের মতো প্রশান্তি।

কীসের সংকোচ মাতৃভাষায় কথা বলতে? পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা হলেও জাপানিজরা, চাইনিজরা ও জার্মানরা নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। তেমনি আমাদের বাঙালিদেরও উচিত গৌরবের সাথে আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলে যাওয়া। কেননা আমাদের মাতৃভাষার পেছনে রয়েছে এক বিশ্ব সেরা সাহসী ইতিহাস যা পরিপূর্ণ ছিল মহান আত্মত্যাগে। যার জন্য আমরা পেয়েছি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। অপেক্ষায় রইলাম আরও বহু অর্জনের।

সূচিপত্রঃ

মহান একুশের ভাবনা

আফরোজা খান আহমেদ

বাঙালির ঘরে জন্মেছি বাঙালি হয়ে, গর্ভধারিণী জননীকে ডেকেছি মা বলে। আমার প্রথম মুখের বুলি। কী আশ্চর্য সে মধুর ডাক, মুহূর্তেই কাছে পেতাম পরম শান্তির পরশ। মায়ের হাত ধরে যে মাটিতে হাঁটতে শিখেছি, সে মাটির গন্ধে ভরে যেত মন-প্রাণ। বোনের সাথে খেলেছি কত যে পুতুল খেলা, ছোট ভাইটির সাথে তর্কে মেতে উঠেছি মেলা – সব কিছুর হাতিয়ার যে আমার বাংলাভাষা। কোনো জোছনাস্নাত ঝলমলে চাঁদনী রাতে অথবা বৃষ্টিঝরা নিশুতি রাতে, স্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে ওঠা, প্রিয়ার মলিন বদনে প্রেমের আলপনা আঁকা–জীবনাচরণে এভাবেই বাংলা মিশে আছে আমার অস্তিত্ব জুড়ে, আমি বার বার খুঁজে পাই মায়ের মমতা মাখানো লাবণ্যময় স্পর্শের সেই বিমূর্ত ছোঁয়া।

আমি দেখেছি এই বাংলার মধুর হাসি বটের মূলে নদীর কূলে কূলে – রবি ঠাকুরের হাত ধরে। অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রুখে দাঁড়াবার বলিষ্ঠ শক্তি যুগিয়েছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল; রূপসী বাংলার রূপ যে একবার দেখেছে সে কি কখনও পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যায়? জীবনানন্দ দাশ যে দিয়ে গেছেন তারই মন্ত্র। সুকান্তের ডাক আজও বাঙালি শুনতে পায়, তাই সব ভীরুতা আর সংশয় ঝেড়ে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বারংবার জেগে ওঠে। এমন বহু কথা যায় যে লেখা তবু শেষ হবে না তাদের কথা, যারা বাংলাভাষাকে করে গেছেন সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী। সেই সব আলোকিত মানুষের ছোঁয়ায় আমার মায়ের ভাষার অনুপম মাধুর্য ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা বিশ্ব জুড়ে। সেই ভাষার উপর হয়েছিল অতর্কিত হামলা, শৃঙ্খলে বাঁধতে চেয়েছিল। কী উচিত জবাব দিতে বাধ্য হয়েছিল, কী দুঃসহ স্পর্ধায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এই জাতি– দীর্ঘ রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে বিজয়িনীর বেশে আজ অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন কোটি বাঙালির হৃদয়ে– আমারই বাংলাভাষা।

বছর ঘুরে সেই তারিখটি যখনই আসে, হৃদয়ে জাগে সেই শিহরণ। বায়ান্নকে দেখিনি আমি কিন্তু বায়ান্নর সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রতিটি দৃশ্যপট চিরস্থায়ীভাবে খচিত হয়ে আছে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। একুশ এলেই সেই সব চলমান দৃশ্যপট যেন মানসপটে ভেসে ওঠে। স্পষ্ট দেখতে পাই অমিত সম্ভাবনার সেই স্বপ্ন – বসন্ত বাতাসে আজও ভেসে আসে সেই তেজোদীপ্ত অহংকারের সুর। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, একুশ আজও নিয়ে যায় প্রভাতফেরির সেই শব্দহীন মিছিলে। কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ রাঙানো সেই সকাল, মায়ের অগোচরে ভাইয়ের হাত ধরে যেন সামিল হয়ে যাই শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ দেব বলে। সর্বাঙ্গে শোকের চিহ্ন ধারণ করে অসংখ্য দৈবশক্তি-প্রাপ্ত মানুষের ভিড়ে আজও কণ্ঠে সেই চিরচেনা সুর বেজে ওঠে – আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি.....

দেশে দেশে আছে কত শত জাতি, তেমনি ভাষাতেও আছে কত যে বৈচিত্রময়তা, কিন্তু আছে একই ঐকতান। হৃদয়ের গভীর অনুভূতির তন্ত্রে প্রেম-ভালোবাসা ও যন্ত্রণার বিমূর্ত অনুভূতির মূর্ত প্রকাশ হয় নিজস্ব ভাষায়। অমর ২১শে ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগের মহিমা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের কাছে হয়েছে সমাদৃত ও সম্মানিত। এবারও এসেছে বায়ান্ন'র সেই পূণ্য লগ্ন। 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে কেবল অনুষ্ঠানমালায় আবদ্ধ না রেখে মহান একুশ যে অদম্য শক্তির প্রতীক তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বীর শহীদদের স্মরণ করার সাথে সাথে তাঁদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দীপ্ত শপথ যেন গ্রহণ করতে পারি।

সূচিপত্রঃ

আমার বাংলা ভাষা

পার্থ দত্ত

"আমি সকল নিয়ে বসে আছি

সর্বনাশের আশায়..."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- এর এই গানটা শুনলে এবং তাঁর আরও অনেক লেখা পড়লে যে কথাটা মনে প্রথম জাগে, তা হলো– 'ভাগ্যিস আমি বাঙালি'!

বাংলা ভাষার গভীর ভাবময়তা যে না অনুভব করেছে, হয়তো সে বেশ কিছুটা হতভাগ্য! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই রচনাটির মতো লেখার সান্নিধ্যে এলে উপলব্ধি করা যায় যে, আমাদের মনের অন্তরতম গভীরে ঘুমিয়ে থাকা আন্তরিকতম ভাবগুলোকে এমন সুললিত স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করার দক্ষতা আমার মাতৃভাষা বাংলার মতো বুঝি বা অন্য কোনো ভাষা নেই। বাংলা বর্ণমালা যেন অবলীলায় হয়ে ওঠে কোনো সৃজনী শিল্পীর হাতের নানা রঙের তুলি, যা দিয়ে যেমন অনায়াসে তৈরি হতে পারে কোনো abstract art-এর গূঢ় প্রহেলিকা, তেমনি হয়ে উঠতে পারে কোনো realism এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি।

তবে আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন আমার বয়স কম ছিল, স্কুল এবং কলেজ এ পড়ার সময়; তখন বাংলা ভাষার প্রতি মনের ভাবটা ছিল কিছুটা প্রতিকূল। এখন সেই সময় এর কথা মনে পড়লে একটু অবাকই লাগে... আমার ধারণা সেই সময়ে 'চর্চা' ছিল শুধু কিছু তথ্য মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে। তাতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের ধাপগুলো পেরোনোর কৃতিত্ব জড়ো হতো, তবে তা ছিল নেহাতই শুষ্ক-নির্জীব। ভাষাজ্ঞানের সৌধ তৈরির কাজে বইপড়া তথ্যগুলো শুধুমাত্র ইট-কাঠ, কড়ি-বর্গার কাজ করেছে।

মাতৃভাষার মাধুর্য দিয়ে অন্তরমহলকে প্রাণবন্ত রঙিন করে তোলার মতো অবকাশ আমার তখনও হয়নি। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয় আরো বেশ কিছু বছর পর- যখন আমার বয়স ত্রিশের কোঠায়।

'আরণ্যক' এবং 'শেষের কবিতা' একইসঙ্গে পড়ছিলাম। তার আগেও এই বইগুলি পড়েছি, আর পড়ার পর ভুলেও গেছি। কিন্তু সেইবার পড়ার অভিজ্ঞতা হলো সম্পূর্ণ অন্যরকম। মনে পড়ে, আমি বইগুলোর এক একটা পাতা বারবার করে পড়তাম। তাই গল্প-পড়া বিশেষ এগোতো না; কিন্তু, এক একবার পড়ার পর নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন ভালো লাগা, নতুন স্বপ্ন দিয়ে ভরে যেতো মন। মাতৃভাষার সাথে স্কুল-কলেজের সখ্যতা যেন তখন গভীর প্রণয়ের সম্পূর্ণতা পেলো। তারপর আরও কিছুটা সময় পেরিয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে আমার সাত বছরের মেয়েকে বাংলা স্কুলে ভর্তি করালাম। ও এর আগে বাংলা পড়েনি কখনো। স্বভাবতঃ আমার চিন্তা ছিল যে ও বাংলা স্কুলের পড়াশোনা বুঝতে পারবে কিনা এবং এর ফলে ওর মনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে কি না। বাংলা স্কুল-এর প্রধান শিক্ষিকা এবং আমার মেয়ের শ্রেণি শিক্ষিকা আমাদের সঙ্গে কথা বললেন অনেকক্ষণ। আমাদের আশ্বাস দিলেন। আমি বুঝলাম তাঁদের সহায়তায় আমার মেয়ে বাংলাভাষা ঠিকই আয়ত্ত করতে পারবে।

অনেক বছর পর স্কুলের মধ্যে মাতৃভাষায় কথা বলতে পেরে মনটা হালকা লাগছিল। হয়তো স্কুলের সকলে আমার মাতৃভাষায় কথা বলছে বলে একটা স্বাভাবিক সান্ত্বনা জাগলো যে, সব ঠিক হয়ে যাবে!

এটাও মনে হলো, 'ভাগ্যিস আমার মেয়ে বাঙালি' বিএলএলএস স্কুলের অভিভাবকতায় ওর যে বাংলা ভাষা শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হবে,তার জোরে-এ ও প্রথম ঢেউগুলোর প্রতিকূলতা পেরিয়ে একদিন বাংলাভাষার শান্ত, গভীর, প্রেমের আস্বাদ পাওয়ার অমূল্য সুযোগ পাবে। অনেকটা আমার মতো!

সূচিপত্রঃ

অনীক

শাহরিয়ার খালেদ

ঘ্যাস ঘ্যাস, ঘ্যাস ঘ্যাস, ঘ্যাস ঘ্যাস। প্রতিদিন দুপুরে শোবার সময় অনীক এইরকম একটা শব্দ শুনতে পায়। মা ওকে প্রতি দুপুরে শুতে পাঠান। তার একটুও ভালো লাগে না। তবুও শুয়ে থাকে সে, তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

আজ আর ঘুম আসছে না। সে ঠিক করলো আজ দেখবে শব্দটা কিসের? যেই ভাবা সেই কাজ। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে জানালার গরাদে হাত রেখে দাঁড়ালো সে। কী অবাক কাণ্ড! দেখলো সাদা রঙের গুবরে পোকার গাড়িটা, ঐ যে সবাই যাকে ভক্সওয়াগেন বলে, সেটাই ঘাস খাচ্ছে। একটু পরে ওকে দেখে থমকে যায় গাড়িটা। সেটার বড় বড় গোল দুটো লাইট যেন টিভির কার্টুনের মতো ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, তারপর স্থির হয়ে যায়। জানালা থেকে সরে আসে অনীক, একটু পর আবার শুরু হয় ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দটা। অনীক তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর সরে যায়। শব্দটা আবার হতে থাকে। যেন একটা খেলা। আবার ফিরে এসে গরাদের কাছে দাঁড়ানো মাত্রই দেখে জানালা জুড়ে গুবরেটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখ দুটো দিয়ে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ে ঝাপসা করে দেয় অনীকের চোখ। একটা ধাতব হাসিও শুনতে পায়, ভয় পেয়ে যায় অনীক। জোরে মা বলে চিৎকার করে ও। মা এসে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় আর জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে অনীক? অনীক, অনীক, আবার স্বপ্ন দেখেছো?' অনীক দেখে সে বিছানায় শুয়ে আছে। তড়াক করে লাফ দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সে, কই গাড়িটা নেই তো! 'কি সব পড়ো আর ভয়ের স্বপ্ন দ্যাখো', বলে মা বেরিয়ে যান ঘর থেকে, আর ঠিক তখনই ধাতব হাসিটা ভেসে এসে মিলিয়ে যায়। অনীকের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামে। একটু পর সন্ধ্যা নামবে। বৈঠকখানা থেকে মা'র ডাক শোনা যায়, অনীক, নাস্তা খাবে এসো। অনীকের ভালো লাগে না, এখন গিয়েই খেতে হবে কিছু সিদ্ধ সবুজ রঙের ফুলকপি, ঐ যে সবাই যাকে ব্রকলি বলে সেটা। উহ্ অসহ্য! প্রতিদিন নিয়ম করে একই খাবার। সকালে সিদ্ধ ডিম, একটা কলা হাবিজাবি ইত্যাদি ইত্যাদি। অনীকের কান্না পায়। মা যেন ওকে গিনিপিগের মতো দেখে। ওদের বুয়ার সঙ্গে যে ছেলেটা আসে, অনীক তাকে অনেক হিংসে করে। তাকে তো কিছু খেতে হয় না। একদিন মা একটু আড়ালে গিয়েছেন তখন সবগুলো খাবার ছেলেটাকে দিয়েছিলো সে। আর পুঁচকেটাও তা গপাগপ করে খেয়ে ফেলে। কিন্তু মা জানি কিভাবে বুঝে ফেলেন আর সেটা নিয়ে আরও কথা শুনতে হয়েছিল ওর।

আর আপুকেও অনেক হিংসে করে অনীক। এসব পচা-পচা জিনিসগুলো ও গপাগপ করে খায় আর পরীক্ষায় প্রথম হয়। সেবার দেশব্যাপী কী এক পরীক্ষা হলো আর সবার মাঝে আপু প্রথম হলো। মা যে কী খুশি। একে ফোন করে, ওকে ফোন করে, হা-হা-হি-হি ভুলেই গেল অনীকের কথা। মনের দুঃখে অনীক না খেয়েই ঘুমাতে গেলো।

অনীককে কেউ খেলায় নেয় না, বন্ধুত্ব করে না। ওর ক্লাসে সবার চেয়ে দুর্বল সে। মা বলে, তালপাতার সেপাই। শিক্ষিকারাও ওকে পাত্তা দেন না। কিন্তু পরদিন সে যখন ইস্কুলে গেলো, সবাই এমন ভাব শুরু করলো যেন ও মস্ত কিছু করেছে। ওর দিকে তাকিয়ে ফিশফিশ করে কী বলছিল। শিক্ষিকারাও খুব মিষ্টি হাসি দিচ্ছিল ওর দিকে তাকিয়ে। ওর শ্রেণী শিক্ষিকা এসে গাল টিপে দিলেন। এক ছাত্রের মা দাঁড়িয়ে ছিল, শিক্ষিকা অনীককে দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ ওরই বোন, আমাদের ইস্কুলেই পড়ে, তখন অনীক বুঝতে পারলো। এই প্রথম আপুর জন্য তার খুব গর্ব হলো। কিন্তু কাউকে সে কিছু বলল না। অঙ্কের শিক্ষিকা সেদিন পড়া ধরলেন এবং খুব বকলেন, শুধু অনীককে কিছু বললেন না।

সেদিন অনীক গিয়েছে ঘুড়ি ওড়াতে। ওরতো ঘুড়ি নেই, সবাই ওড়ায়, ও শুধু দেখে। হঠাৎ দেখতে পেলো, একটা ঘুড়ি মাটিতে পড়ে আছে। ইয়া বড়, বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে। অনীক যেই বাঁকানো রংধনুর মতো ডাঁটিটা ধরলো,

সূচিপত্রঃ

অমনি ঘুড়িটা যেন একটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এক হ্যাঁচকা টানে অনীককে নিয়ে উড়ে গেল আকাশে। সব ছেলেরা হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠলো। অনীক কোনোমতে সোজা ডাঁটিটাকে ধরে রংধনুর উপর চেপে বসলো। ওর এত ভয় করছিলো, ঘুড়িটা একটা কাঁপুনি দিয়ে অনীককে বললো, নো চিন্তা, দেখো কী মজা করি, বলেই সবগুলো ঘুড়ির সুতো কেটে দিলো। অনীক খুশিতে চিৎকার করে উঠলো "বকাট্টা, বকাট্টা"। কিন্তু দুষ্টুগুলো এটা মেনে নিবে কেন? রাগে দুঃখে ওরা বলল, দাঁড়া, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আসছি! ঘুড়ির পিঠটা চাপড়ে দিয়ে আকাশ থেকে অনীক ওদের মুখ ভেংচি দিলো। কিন্তু এত আনন্দ ওর ভাগ্যে যদি থাকে, মা এসে ওকে ডাকাডাকি শুরু করলেন। প্রথম প্রথম অনেক আস্তে শোনা গেলেও ক্রমশঃ মা'র গলা বাড়তে থাকলো। অনীক লক্ষ্য করলো ও বিছানায় শুয়ে আছে– 'ধুর, আবারও স্বপ্ন', মনের মধ্যে একরাশ দুঃখ নিয়ে উঠে বসে সে।

সেদিন রাতে খাবার টেবিলে ইস্কুলে কি হলো তাই জিজ্ঞেস করে মা আপুকে ব্যস্ত রাখলেন। বাবাও মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন আড্ডায়। সবাই খুব আনন্দে মেতে আছে। টেবিলে যে অনীক বসে আছে তা যেন কেউ খেয়াল করলো না। অনীক শুধু শুধু হাত দিয়ে ভাত নাড়াচাড়া করছিলো। শুধু যখন আরেকটা মাংসের টুকরা চাইল, মা বিরক্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটতেও ছাড়লেন না, 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই'। শুনে বাবা আর আপু হাসলো। অনীক খাবার শেষ করে প্লেটটা রেখে এলো রান্নাঘরে। তারপরে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় চলে গেলো দ্রুত।

বাবা, মা আর আপু মিলে বারান্দায় বসে আড্ডা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বাবার ভারী গলা ভেসে আসে। মা তো অনীককে দুধ দিয়ে গেলো না আজ! অনীক ভাবে। থাক না দিলো, দুধ খেতে ওর একটুও ইচ্ছা করছে না।

জানালা দিয়ে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আকাশটা আজ পরিষ্কার। অনেক তারা দেখা যাচ্ছে। বাইরে অনেক বাতাস। একটা তারা জ্বলছে আর নিভছে। অনীক অবাক হয়ে দেখে তারাটা কেমন উজ্জ্বল। সেই আলোটা আলাদা করে চোখে পড়ছে। একটা অনুসন্ধানী বাতির মতো আলোর একটা ধারা ওর বিছানায় এসে পড়ছে। আলোটা কেমন মায়াবী। পুরো ঘর আলোয় ঝলমল করছে। হঠাৎ অনীক দেখতে পেলো আলোর রশ্মি বেয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশে, ঠিক তারাটির দিকে। অনীক অবাক হয়ে উঠে বসে, তারপর সিঁড়িটা ধরে, 'ও-মা, এ দেখি সত্যি'! আস্তে আস্তে করে সিঁড়ি বেয়ে জানালা দিয়ে সে উঠে আসে আকাশে। ঐ তো বারান্দায় ওরা গল্প করছে।

অনীকের একটুও ভয় লাগছে না, শুধু চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছে এটা যাতে স্বপ্ন না হয়। না, স্বপ্ন না তো, ঐ যে সেদিন ক্রিকেট খেলতে গিয়ে টেনিস বলটা উড়ে গিয়ে পড়লো গাব্বুদের পানির ট্যাঙ্কির ওপর। বলটা এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বলটা পড়ে আছে একটা পাইপের পাশে। আরও উঠে যায় সে, সবকিছু আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। ওদের পাড়া, তার পেছনে ইস্কুল, তারপরে বড় খেলার মাঠ। অনীক আরও উঠতে থাকে। মানুষগুলো ওপর থেকে এখন ছোট ছোট বিন্দুর মতো লাগছে। যেন পুরো শহরটাই সে দেখতে পাচ্ছে। ওর মনের মধ্যে হঠাৎ খুশির জোয়ার বয়ে যায়। 'এইবার, এইবার সত্যি, স্বপ্ন না, সত্যি সত্যি', অনীকের একটু শীত শীত লাগে। লাগুক, তবু সে উঠবে। কেউ তার সঙ্গে না খেলুক, মা অবহেলা করলে করুক, অঙ্কের শিক্ষিকা, শরীরচর্চার মাস্টার, সবাইকে আজ সে দেখিয়ে ছাড়বে যে, সে অবহেলার পাত্র নয়। সে এমন উপরে উঠবে যে সবার মুখে তালা লেগে যাবে। ঐ যে ছোট কাকু যে গলা মোটা করে একটা কবিতা পড়ে না সেরকম, 'বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!'

Bangla Language and Literary
Society Singapore

বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারারী সোসাইটি (সিঙ্গাপুর)